তরমুজ (Watermelon)

তরমুজের জাতঃ

আমাদের দেশে বিদেশি আধুনিক জাতের তরমুজই বেশী চাষ হয়। এগুলোর মধ্যে সুগার বেবি, আসাহি ইয়ামাতো, আধারি, পুষা বেদানা অন্যতম। হাইব্রিড জাতগুলোর মধ্যে সুগার এম্পায়ার, অমৃত, মিলন মধু, সুগার বেলে, ক্রিমসন সুইট, ক্রিমসন গ্লোরি, মোহিনি, আমরুদ ইত্যাদি জনপ্রিয় জাত। দেশী জাত গুলোর মধ্যে গোয়ালন্দ ও পতেঙ্গা উল্লেখ্যযোগ্য।

বংশ বিস্তারঃ

তরমুজের বংশবিস্তার সাধারনত বীজ দ্বারাই করা হয়ে থাকে। প্রতি শতকে ৩ থেকে ৩.৫ গ্রাম বীজ দরকার হয়।

জমি তৈরীঃ

প্রয়োজনমতো চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরী করতে হবে। জমি তৈরীর পর মাদা প্রস্তুত করতে হবে। বীজ রোপনের অন্ততঃ ৮-১০ দিন আগে আগে প্রতি মাদায় শুকনা পচা গোবর/জৈব সার ১০ কেজি, খৈল ৫০০ গ্রাম, টিএসপি সার ২৫০ গ্রাম এবং ছাই ৪ কেজি হারে প্রয়োগ করতে হবে।

বীজ বপন সময়/উৎপাদন মৌসুমঃ

বাংলাদেশে ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত আবহাওয়া তরমুজ চাষের উপযোগী। বীজ বোনার জন্য ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম পক্ষ সর্বোত্তম। আগাম ফসল পেতে হলে জানুয়ারি মাসে বীজ বুনে শীতের হাত থেকে কচি চারা রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

বীজ বপনঃ

পলিথিনে চারা তৈরি করা না হলে জমি তৈরি পর প্রায় ৯-১০ ফুট চওড়া বেড তৈরি করতে হবে। পাশাপাশি দুইটি বেডের মাঝখানে ১.৫ ফুট চওড়া এবং ১ ফুট গভীর করে নালা তৈরি করে নিতে হবে। প্রতিটি বেডে ১.৫ ফুট চওড়া, ১.৫ ফুট লম্বা ও ১.৫ ফুট গভীর করে মাদা তৈরি করে নিতে হবে। সাধারনত প্রতি মাদায় ৪-৫টি বীজ বপন করা হয়। চারা গজানোর পর প্রতি মাদায় ২-৪টি করে চারা রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলতে হবে।

চারা রোপণঃ

মাদায় সরাসরি বীজ না বুনে পলিথিনের ব্যাগে চারা তৈরি করে নিয়ে ২-৩ সপ্তাহ বয়সের ৫-৬ পাতাবিশিষ্ট চারা মাদায় রোপন করা ভালো। এতে বীজের অপচয় কম হয়।

সার প্রয়োগঃ

তরমুজের জমিতে নিম্নোক্ত হারে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সার	মোট পরিমান (হেক্টর প্রতি)	মাদা তৈরিকালে দেয়	পরবর্তী পরিচর্যা হিসেবে মাদায় দেয়			
			১ম কিস্তি	২য় কিস্তি	৩য় কিস্তি	
			চারা রোপনের ১০-১৫ দিন পর	প্রথম ফুল ফোটার সময়	ফল ধারনের সময়	য ১৫
গোবর/ কম্পোস্ট	২০ টন	সব	-	-	-	
ইউরিয়া	২৮০ কেজি	-	১০০ কেজি	৬০ কেজি	৬০ কেজি	৬
টিএসপি	১০০ কেজি	সব	-	-	-	
এমপি	৩২০ কেজি	-	৮০ কেজি	৮০ কেজি	৮০ কেজি	৮

বীজের অঙ্কুরোদগমঃ

শীতকালে খুব ঠান্ডা থাকলে বীজ ১২ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে গোবরের মাদার ভেতরে কিংবা মাটির পাত্রে রক্ষিত বালির ভেতরে রেখে দিলে ২-৩ দিনের মধ্যে বীজ অঙ্কূরিত হয়। বীজের অঙ্কূর দেখা দিলেই বীজ তলায় অথবা মাদায় স্থানান্তর করা ভালো।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যাঃ

শুকনো মৌসুমে সেচ দেয়া খুব প্রয়োজন। গাছের গোড়ায় যাতে পানি জমে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রতিটি গাছে ৩-৪টির বেশি ফল রাখতে নেই। গাছের শাখার মাঝামাঝি গিটে যে ফল হয় সেটি রাখতে হবে। চারটি শাখায় চারটি ফলই যথেষ্ট। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ৩০টি পাতার জন্য মাত্র একটি ফল রাখা উচিত।

পরাগায়নঃ

তরমুজ গাছে স্ত্রী ও পুরুষ দুই রকমের ফুল হয়। সকাল বেলা স্ত্রী ও পুরুষ ফুল ফোটার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী ফুলকে পুরুষ ফুল দিয়ে পরাগায়িত করে দিলে ঝরে যায় না এবং ফলের আকার ভালো হয়।

ফসল সংগ্রহঃ

জাত ও আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে তরমুজ পাকে। সাধারন ফল পাকতে বীজ বোনার পর থেকে ৮০-১১০ দিন সময় লাগে। তরমুজের ফল পাকার সঠিক সময় নির্ণয় করা একটু কঠিন।

কারণ অধিকাংশ ফলে পাকার সময় কোন বাহিক্য লক্ষণ দেখা যায় না। তবে নিচের লক্ষণগুলো দেখে তরমুজ পাকা কিনা তা অনেকটা অনুমান করা যায়ঃ

- ফলের বোটার সঙ্গে যে আকর্শি থাকে তা শুকিয়ে বাদামি রঙ হয়।

- খোসার উপরে সূক্ষ লোমগুলো মরে পড়ে গিয়ে তরমুজের খোসা চকচকে হয়।
- তরমুজরে যে অংশটি মাটির উপরে লেগে থাকে তা সবুজ থেকে উজ্জ্বল হলুদ রঙের হয়;
- স্ত্রী ফুল ফোটার ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে ফল পাড়া সময় হয়; আঙ্গুল দিয়ে টোকা দিলে যদি ড্যাব ড্যাব শব্দ হয় তবে বুঝতে হবে যে ফল পরিপক্কতা লাভ করেছে। অপরিপক্ক ফলের বেলায় শব্দ হবে অনেকটা ধাতবীয়।

ফলনঃ

সযত্নে চাষ করলে ভালো জাতের তরমুজ গাছ থেকে প্রতি হেক্টরে ৫০-৬০ টন ফলন পাওয়া যায়।